রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, মার্চ ২৩, ২০২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিল্প মন্ত্রণালয়
স্বশাসিত সংস্থা-বিসিক শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৭ ফাল্গুন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/০২ মার্চ ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয় : 'জাতীয় লবণনীতি, ২০২২'

নং **৩৬.০০.০০০০.০৬৫.২২.০১৫.২০/৯২**—'জাতীয় লবণনীতি, ২০২২' মন্ত্রিসভা বৈঠকে অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত 'জাতীয় লবণনীতি, ২০২২' জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হলো :

জাতীয় লবণনীতি, ২০২২

প্রথম অধ্যায়

১.০ ভূমিকা

১.১ লবণ একটি অত্যাবশ্যকীয় পণ্য। এর প্রধান উপাদান সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl) সোডিয়াম ও ক্লোরিনের সমন্বয়ে গঠিত একটি আয়নিক যৌগ। লবণের কোনো বিকল্প নেই। মানুষের খাদ্যদ্রব্যে ব্যবহার ছাড়াও শিল্প, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতেও লবণের ব্যবহার রয়েছে। সরকারি উদ্যোগে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিসিকের মাধ্যমে ১৯৬১ সাল থেকে দেশে পরিকল্পিতভাবে লবণ উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হয়। বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলে (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলায়) লবণ চাষ হয়ে থাকে। লবণ অত্যাবশ্যকীয় পণ্য হওয়ায় অন্যান্য শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নের সাথে সাথে লবণ শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিল্প মন্ত্রণালয়ের দিক নির্দেশনায় বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) লবণ শিল্পের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে।

মূল্য : টাকা ২০.০০

১.২ লবণ উৎপাদন মৌসুম

সাধারণত নভেম্বর মাস হতে মে মাস পর্যন্ত সময়কে লবণ উৎপাদন মৌসুম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তন্মধ্যে মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত সমুদ্রের পানিতে লবণাক্ততা বেশি থাকায় এ সময়ে অধিক পরিমাণ লবণ উৎপাদন হয়ে থাকে। লবণ উৎপাদন সম্পূর্ণরূপে আবহাওয়ার উপর নির্ভরশীল।

১.৩ লবণ চাষ (উৎপাদন) পদ্ধতি

বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলের এঁটেল দোআঁশ মাটিতে সমুদ্রের লবণাক্ত পানি ব্যবহার করে (কমপক্ষে ১৫ পিপিটি) এবং সৌরতাপকে কাজে লাগিয়ে লবণ উৎপাদন করা হয়। সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলের জমিকে আইলের মাধ্যমে ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করে স্বল্প উচ্চতায় লবণাক্ত পানি ধরে রেখে তা সৌরতাপে বাষ্পীভূত করে লবণ চাষ করা হয়। লবণের উৎপাদন বৃদ্ধি ও মান উন্নয়নের জন্য বর্তমানে লবণ মাঠে পলিথিন শীট ব্যবহার করে লবণ উৎপাদন করা হয়।

১.৪ লবণ উৎপাদন এলাকা

কক্সবাজার ও চট্রগ্রাম এর পাশাপাশি অন্যান্য জেলার সমুদ্র উপকূলীয় এলাকা।

১.৫ লবণ পরিশোধন ও বাজারজাতকরণ

চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার অঞ্চলে উৎপাদিত ক্রুড/অপরিশোধিত লবণ ৮টি লবণ জোনে অবস্থিত লবণ মিলসমূহের মাধ্যমে পরিশোধন করা হয়। আয়োডিনযুক্ত লবণ আইন-২০২১ এর নির্দেশিত মানদণ্ড অনুযায়ী পরিশোধিত লবণে পটাশিয়াম আয়োডেট মিশিয়ে আয়োডিনযুক্ত লবণ তৈরি করা হয়। লবণ মিলসমূহ প্যাকেটজাত আয়োডিনযুক্ত লবণ পাইকারি/খুচরা বিক্রেতা পর্যায়ে সরবরাহ করে থাকে।

১.৬ আয়োডিন ঘাটতিজনিত রোগ প্রতিরোধে ভোজ্য লবণে আয়োডিন মিশ্রণ

ভোজ্য লবণে আয়োডিনের ঘাটতি একটি জনস্বাস্থ্যমূলক সমস্যা। আয়োডিনযুক্ত লবণ আইন, ২০২১ অনুযায়ী ভোজ্য লবণ, মানুষ ও অন্যান্য প্রানির খাদ্য প্রস্তুতকরণে ব্যবহৃত সকল প্রকার লবণে আয়োডিনযুক্তকরণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বিসিক কর্তৃক নিবন্ধনকৃত ভোজ্য লবণ উৎপাদকারী লবণ মিলসমূহে পটাশিয়াম আয়োডেট ও আয়োডিন যুক্তকরণ মেশিন সরবরাহ, কারিগরি সহায়তা এবং মান নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক প্রশিক্ষণসহ সার্বিক সহায়তা প্রদান করা হয়। ভোক্তা পর্যায়ে আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহারে সচেতনতামূলক কার্যক্রমসহ নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রমে বিসিক সার্বিক দায়িত্ব পালন করে। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা হিসেবে ইউনিসেফ, নিউট্রিশন ইন্টারন্যাশনাল (এন আই) এবং গ্লোবাল এ্যালায়েন্স ফর ইমপ্রুভড্ নিউট্রিশন (গেইন) এ সকল কার্যক্রমে সম্পৃক্ত রয়েছে।

১.৭ লবণ শিল্পে কর্মসংস্থান

লবণ মাঠে লবণ চাষ, লবণ মিলসমূহে লবণ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও আয়োডিনযুক্তকরণ এবং পাইকারী/খুচরা লবণ বিক্রি ইত্যাদি পর্যায়ে প্রায় ৫ লক্ষ লোকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ততা রয়েছে। লবণ শিল্পের উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষ। লবণ শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের ফলে দিন দিন এ শিল্পে সম্পৃক্ত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

২.০ লবণ নীতিমালার উদ্দেশ্য

২.১ দেশীয় লবণ শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ;

২.২ পরিবেশবান্ধব উন্নত ও আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে অল্প জমিতে অধিক পরিমাণ লবণ উৎপাদন, সংরক্ষণ, সরবরাহ ও ন্যায্য মূল্যে বাজারজাতকরণের কৌশল নির্ধারণ এবং তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ;

২.৩ আয়োডিনযুক্ত লবণ আইন, ২০২১ ও তদধীন প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী লবণ মিল পর্যায়ে গুণগতমানসম্পন্ন আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন ও ভোক্তা পর্যায়ে পর্যাপ্ত পরিমাণ মান ও স্বাস্থ্যসম্মত লবণ সরবরাহ নিশ্চিতকরণে সহায়তা প্রদান;

২.৪ লবণ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন নতুন এলাকা চিহ্নিতকরণ ও সম্প্রসারণ;

২.৫ লবণ চাষীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা, প্রশিক্ষণ ও স্বল্প সুদে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান নিশ্চিতকরণ;

২.৬ খাতভিত্তিক লবণের বার্ষিক চাহিদা নিরূপণ;

২.৭ প্রকৃত লবণ চাষীদের নিকট লবণ চাষের জমি বরাদ্দকরণ;

২.৮ ন্যূনতম ১.০০ লক্ষ মে. টন লবণের বাফার স্টক নিশ্চিতকরণ;

২.৯ আমদানি নিয়ন্ত্রিত পণ্যের তালিকায় লবণকে অন্তর্ভুক্তকরণ, লবণ আমদানি শুল্কহার যৌক্তিক পর্যায়ে নির্ধারণ এবং মিথ্যা ঘোষণার মাধ্যমে লবণ আমদানি বন্ধের পদক্ষেপ গ্রহণ;

২.১০ বিশেষ পরিস্থিতিতে লবণ আমদানির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

২.১১ লবণ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য পরিবেশবান্ধব লবণ শিল্পাঞ্চল প্রতিষ্ঠাকরণ;

২.১২ লবণ শিল্পের সার্বিক কার্যক্রম নিয়মিতভাবে মনিটরিং;

২.১৩ উৎপাদিত লবণের মান নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিতকরণ; এবং

২.১৪ ভোজ্য লবণের দেশি উৎপাদন বৃদ্ধি করে পর্যায়ক্রমে আমদানি হ্রাসকরণ।

তৃতীয় অধ্যায়

৩.০ লবণ ব্যবহারের খাতসমূহ

ব্যবহার অনুযায়ী লবণকে নিম্নবর্ণিত ৪ (চার)টি খাতে ভাগ করা হয়েছে:

১. ভোজ্য লবণ;

২. মৎস্য খাতে ব্যবহৃত লবণ;

৩. প্রাণিসম্পদ খাতে ব্যবহৃত লবণ; এবং

৪. শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত লবণ।

৩.১ আয়োডিনযুক্ত ভোজ্য লবণের উপাদান

মানুষ প্রতিদিন সকল প্রকার খাদ্যে যে আয়োডিনযুক্ত লবণ গ্রহণ করে থাকে তাকেই ভোজ্য লবণ হিসেবে ধরা হয়। আয়োডিনযুক্ত লবণ আইন-২০২১ এবং বাংলাদেশ জাতীয় মান (বিডিএস) অনুযায়ী আয়োডিনযুক্ত লবণে নিম্নবর্ণিত উপাদানসমূহ থাকবে, যথা—

(ক) অন্যূন ৯৬% সোডিয়াম ক্লোরাইড;

(খ) অনধিক ১.০% পানিতে অদ্রবণীয় পদার্থ;

(গ) অনধিক ৩.০% সোডিয়াম ক্লোরাইড ব্যতীত পানিতে দ্রবণীয় পদার্থ;

(ঘ) উৎপাদন পর্যায়ে ৩০—৫০ পিপিএম এবং খুচরা পর্যায়ে ২০-৫০ পিপিএম মাত্রার আয়োডিন; এবং

(ঙ) জলীয় অংশের পরিমাণ অনধিক ৬.০ শতাংশ।

৩.২ মৎস্য খাতে লবণের ব্যবহার

মৎস্য খাতে ব্যবহৃত লবণে আয়োডিনযুক্ত লবণ আইন-২০২১ ও এর বিধিমালা এবং বাংলাদেশ জাতীয় মান (বিডিএস)-এ বর্ণিত পরিমাণ অনুযায়ী উপাদানসমূহ থাকবে।

৩.৩ প্রাণিসম্পদ খাতে লবণের ব্যবহার

গবাদি পশু-পাখির খাদ্য প্রস্তুতের জন্য প্রচুর লবণ ব্যবহার করা হয়। আয়োডিনযুক্ত লবণ আইন-২০২১ ও এর বিধিমালা এবং বাংলাদেশ জাতীয় মান (বিডিএস)-এ বর্ণিত পরিমাণ অনুযায়ী উপাদানসমূহ থাকবে।

৩.৪ শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে লবণের ব্যবহার

শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত লবণকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে:

(ক) শিল্পের প্রধান কাঁচামাল হিসেবে লবণের ব্যবহার; নির্দিষ্ট মানের লবণ ব্যবহার করে লবণ থেকে অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য যেমন- কস্টিক সোডা, ক্লোরিন ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয়;

(খ) শিল্পের প্রধান কাঁচামালের সহযোগী কাঁচামাল হিসেবে লবণের ব্যবহার; যেমন- সাবান ও ডিটারজেন্ট প্রস্তুতকরণ, চামড়া সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতকরণ, আইস প্লান্ট, কাপড় ও পাটজাত পণ্য প্রস্তুতকরণ, বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহার ইত্যাদি।

৩.৫ শিল্প খাতে ব্যবহৃত লবণের গ্রেড

শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত লবণের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় মান (বিডিএস-১৪) রয়েছে। বিডিএস-১৪-এ শিল্প খাতে ব্যবহৃত লবণের জন্য ২টি পৃথক গ্রেড রয়েছে যা নিম্নরূপ:

ক্র.	উপাদান	গ্রেড-১ (শতাংশ)	গ্রেড-২ (শতাংশ)
১.	সোডিয়াম ক্লোরাইড	ন্যূনতম ৯৮.০	ন্যূনতম ৯৪.০০
২.	পানিতে অদ্রবনীয় পদার্থ	অনধিক ০.২৫	অনধিক ২.০
৩.	ক্যালসিয়াম	অনধিক ০.২০	অনধিক ০.৬৫
৪.	ম্যাগনেসিয়াম	অনধিক ০.২০	অনধিক ০.৫৫
৫.	সালফেট	অনধিক ১.০	অনধিক ৩.৫
৬.	কার্বোনেট	অনধিক ০.১০	অনধিক ০.১০

চতুর্থ অধ্যায়

৪. ০ বছরভিত্তিক লবণের চাহিদা নিরূপণ

৪.১ ২০২১-২০২২ হতে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জন্য ভোজ্য লবণের চাহিদা নিরূপণ

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ২০২১-২০২২ হতে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছর পর্যন্ত জনসংখ্যা হিসাব করা হয়েছে। জাতীয় লবণনীতি ২০১৬ এ জনপ্রতি প্রতিদিন ভোজ্য লবণ গ্রহণের পরিমাণ ধরা হয়েছিল ১৪.৫০ গ্রাম। যেহেতু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দিনদিন লবণ গ্রহণের পরিমাণ কমানোর বিষয়ে সুপারিশ করেছে, সেহেতু জনপ্রতি প্রতিদিন ভোজ্য লবণ গ্রহণের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে ১৪.০০ গ্রাম। সে হিসেবে বছরভিত্তিক ভোজ্য লবণের চাহিদা নিম্নরূপ :

অর্থ বছর	জনসংখ্যা (জন)	জনপ্রতি দৈনিক ভোজ্য লবণের চাহিদা (গ্রাম)	পরিমাণ (লক্ষ মে.টন)
২০২১-২২	১৭১৫২২০০১	১৪.০০	৮.৭৬
২০২২-২৩	১৭৩৮০১৯৫৩	১৪.০০	৮.৮৮
২০২৩-২৪	১৭৬১১২২১০	১৪.০০	৯.০০
২০২৪-২৫	১৭৮৪৫৯৫৯১	১৪.০০	৯.১২
২০২৫-২৬	১৮০৮৩১৭৬০	১৪.০০	৯.২৪

৪.২ ২০২১-২০২২ হতে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জন্য শিল্পখাতে লবণের চাহিদা নিরূপণ

শিল্পখাতে লবণের চাহিদা নিরূপণে জাতীয় লবণনীতি ২০১১ ও ২০১৬ এবং বাংলাদেশ ইকোনমিক রিভিউকেও বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের লবণের চাহিদা সংক্রান্ত প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের শিল্প খাতে লবণের চাহিদা ৫.৯৯ লক্ষ মে. টন। ৫.৯৯ লক্ষ মে. টনকে ভিত্তি ধরে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধির হার ৫%, ২০২১-২০২২ অর্থবছরে, ১০% এবং পরবর্তীতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছর হতে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছর পর্যন্ত শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধির হার ১৫% ধরে বছরভিত্তিক শিল্পখাতে লবণের চাহিদা নিরূপণ করা হয়েছে।

অর্থ বছর	পরিমাণ (লক্ষ মে.টন)
২০২১-২২	৬.৯২
২০২২-২৩	৭.৯৬
২০২৩-২৪	৯.১৫
২০২৪-২৫	১০.৫২
২০২৫-২৬	**১২.১০**

৪.৩ ২০২১-২০২২ হতে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে লবণের চাহিদা নিরূপণ

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মৎস্য এবং প্রাণিসম্পদ খাতে অর্থবছর অনুযায়ী লবণের চাহিদা নিরূপণ করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ হতে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছর পর্যন্ত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে লবণের চাহিদা নিম্নরূপ:

অর্থবছর	প্রাণিসম্পদ খাতে (লক্ষ মে. টন)	মৎস্য খাতে (লক্ষ মে. টন)	মোট (লক্ষ মে. টন)
২০২১-২২	৩.৩৬	০.৩৪	৩.৭০
২০২২-২৩	৩.৪১	০.৩৬	৩.৭৭
২০২৩-২৪	৩.৪৫	০.৩৮	৩.৮৩
২০২৪-২৫	৩.৫০	০.৩৯	৩.৮৯
২০২৫-২৬	৩.৫৫	০.৪১	৩.৯৬

৪.৪ ২০২১-২০২২ হতে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জন্য খাতভিত্তিক লবণের মোট চাহিদা নিরূপণ

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান হতে খাতভিত্তিক অর্থবছর অনুযায়ী প্রাপ্ত লবণের চাহিদার ভিত্তিতে "লবণের চাহিদা নিরূপণ, লবণনীতি বাস্তবায়ন ও মনিটরিং" কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক লবণের বার্ষিক চাহিদা নিম্নরূপ:

অর্থবছর	জনসংখ্যা (জন)	ভোজ্য লবণের বার্ষিক চাহিদা (লক্ষ মে.টন) জন প্রতি ১৪.০ গ্রাম হিসেবে	শিল্পখাতে ব্যবহার্য লবণের বার্ষিক চাহিদা (লক্ষ মেঃ টন)	মৎস্য খাতে ব্যবহৃত লবণের বার্ষিক চাহিদা (লক্ষ মেঃ টন)	প্রাণিসম্পদ খাতে ব্যবহৃত লবণের বার্ষিক চাহিদা (লক্ষ মেঃ টন)	পরিশোধিত লবণের মোট চাহিদা (লক্ষ মেঃ টন)	মোট অপরিশোধিত লবণের চাহিদা (১৭% প্রক্রিয়াজাতকরণ ক্ষতি ধরে)
২০২১-২২	১৭১৫২২০০১	৮.৭৬	৬.৯২	০.৩৪	৩.৩৬	১৯.৩৮৩	২৩.৩৫
২০২২-২৩	১৭৩৮০১৯৫৩	৮.৮৮	৭.৯৬	০.৩৬	৩.৪১	২০.৬০৭	২৪.৮৩
২০২৩-২৪	১৭৬১১২২১০	৯.০০	৯.১৫	০.৩৮	৩.৪৫	২১.৯৭৯	২৬.৪৮
২০২৪-২৫	১৭৮৪৫৯৫৯১	৯.১২	১০.৫২	০.৩৯	৩.৫০	২৩.৫৩১	২৮.৩৫
২০২৫-২৬	১৮০৮৩১৭৬০	৯.২৪	১২.১০	০.৪১	৩.৫৫	২৫.৩০২	৩০.৪৮

উল্লেখ্য, কমিটি কর্তৃক প্রতিবছর বাস্তবতার আলোকে লবণের চাহিদা প্রয়োজনে পুনঃনিরূপণ করতে পারবে।

পঞ্চম অধ্যায়

৫.০ লবণ শিল্পের উন্নয়নে গৃহীত কৌশলসমূহ

বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে অন্যান্য শিল্পের ন্যায় লবণ শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। লবণ শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে 'জাতীয় লবণনীতি, ২০২১'-এ নিম্নবর্ণিত কৌশলসমূহ গৃহীত হয়েছে:

৫.১ লবণ উৎপাদনে পলিথিন পদ্ধতি প্রয়োগ

লবণ উৎপাদনে পলিথিন পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে একর প্রতি লবণ উৎপাদন বৃদ্ধি করে পরিপক্ক ও গুণগতমানসম্পন্ন লবণ উৎপাদন সম্ভব হবে। অল্প জমিতে অধিক লবণ উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব পলিথিন পদ্ধতির প্রয়োগ একটি কার্যকর পদ্ধতি।

৫.২ একর প্রতি গুণগতমানসম্পন্ন লবণ উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ

লবণ চাষকৃত এলাকায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণের ফলে লবণ চাষের জমি দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে অল্প জমিতে অধিক পরিমাণ লবণ উৎপাদনের বিকল্প নাই। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) লবণ চাষকৃত এলাকায় উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তায় লবণ গবেষণা ইন্সটিটিউট স্থাপনের মাধ্যমে গুণগতমানের লবণ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

৫.৩ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা

লবণ মৌসুমে লবণ চাষীদের প্রাকৃতিক দুর্যোগে আকস্মিক ক্ষতি রক্ষার্থে তথ্য মন্ত্রণালয়, আবহাওয়া অধিদপ্তর নিয়মিতভাবে আবহাওয়ার পূর্বাভাস সম্প্রচার করবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও বন্যার কবল হতে লবণ চাষযোগ্য জমি রক্ষাকল্পে প্রয়োজনীয় বেড়িবাঁধ নির্মাণ, সংরক্ষণ ও মেরামতের ব্যাপারে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় স্থানীয় প্রশাসন এবং বিসিক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

৫.৪ লবণ উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

সরকারের একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিসিক লবণ উৎপাদন, পরিবেশ সম্মতভাবে সংরক্ষণ, পরিবহন, মজুদ ও বাজারজাতকরণ প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করবে। অপরদিকে শিল্পে ব্যবহৃত লবণ সংক্রান্ত তথ্য বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) সংগ্রহ করবে।

৫.৫ লবণের উপযুক্ত মূল্য নিশ্চিতকরণসহ আপদকালীন সময়ের জন্য বাফার স্টক-এর ব্যবস্থা গ্রহণ

আপদকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলায় বাংলাদেশ লবণচাষী কল্যাণ সমিতি ও বাংলাদেশ লবণ মিল মালিক সমিতির সহায়তায় বিসিক ১.০০ (এক) লক্ষ মে.টন (কম/বেশি) লবণের বাফার স্টক নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এ ক্ষেত্রে সরকার সহযোগিতা প্রদান করবে। উপযুক্ত মূল্যে ভোক্তা পর্যায়ে লবণ সরবরাহ স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দিক-নির্দেশনায় ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) প্রয়োজনীয় পরিমাণ আয়োডিনযুক্ত প্যাকেটজাত ভোজ্য লবণ সংগ্রহ করে ভোক্তাদের নিকট সরবরাহ নিশ্চিত করবে।

৫.৬ সহজ শর্তে লবণ চাষীদের ঋণের ব্যবস্থাকরণ

প্রান্তিক লবণ চাষীদের আর্থিক সংকট দূরীকরণে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত 'কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা' কর্মসূচিতে কৃষি ঋণের একটি বিশেষ খাত হিসেবে লবণ চাষ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উপকূলীয়

অঞ্চলে চাষীদের ঋণ প্রদান, সরকার কর্তৃক আরোপিত সুদ, ক্ষতি পুনর্ভরণ ও লবণ চাষের জন্য লবণ চাষীদের রেয়াতি সুবিধা প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানে বাংলাদেশ ব্যাংক ও শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ অব্যাহত থাকবে। এছাড়া লবণ চাষীদেরকে সহজ শর্তে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের জন্য বিসিক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে। বিসিকের সুপারিশের ভিত্তিতে প্রকৃত লবণ চাষীরা তফসিলি ব্যাংকসমূহ হতে জনপ্রতি ০.৫ বিঘা হতে ৭.৫ বিঘা পর্যন্ত এলাকায় লবণ চাষের জন্য সরকারি ভর্তুকি ব্যবস্থায় ৪ শতাংশ রেয়াতি সুদহারে একক/গ্রুপ ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ করতে পারবে।

৫.৭ শিল্পে ব্যবহার উপযোগী লবণ উৎপাদন

দেশে শিল্পে ব্যবহার্য লবণ উৎপাদনের লক্ষ্যে বিসিক, বিডা ও বিসিএসআইআর যৌথভাবে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে। কোন্ শিল্পের জন্য কী ধরনের লবণ প্রয়োজন- এ সংক্রান্ত জরিপ পরিচালনা করবে।

৫.৮ আয়োডিনযুক্ত লবণ আইন-২০২১, বিধিমালা এবং বিডিএস অনুযায়ী আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন ও সরবরাহ

আয়োডিনযুক্ত লবণ আইন-২০২১, বিধিমালা এবং বিডিএস অনুযায়ী নির্ধারিত মাত্রায় লবণে আয়োডিনযুক্তকরণের মাধ্যমে নিবন্ধিত লবণ মিল কর্তৃক আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করবে। ভোক্তা পর্যায়ে সঠিকমাত্রায় গুণগত মানসম্পন্ন আয়োডিনযুক্ত লবণ সরবরাহ নিশ্চিত করতে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় বিসিক এবং বিএসটিআই নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে।

৫.৯ লবণ উৎপাদনে পরিবেশবান্ধব উন্নত ও আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ

অল্প জমিতে গুণগতমানের অধিক লবণ উৎপাদনের জন্য পরিবেশবান্ধব উন্নত ও আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করা প্রয়োজন। পরিবেশবান্ধব উন্নত ও আধুনিক প্রযুক্তির উদ্ভাবন, পাইলটিং, প্রশিক্ষণ এবং প্রয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে শিল্প মন্ত্রণালয় এবং বিসিক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৫.১০ পরিবেশবান্ধব লবণ শিল্পাঞ্চল প্রতিষ্ঠা

লবণ শিল্পের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) ভূমি মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় উপকূলীয় অঞ্চলে লবণ চাষের জন্য এবং লবণ প্রক্রিয়াজাত ও আয়োডিনযুক্তকরণের জন্য লবণ মিলসমূহকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপনের লক্ষ্যে পরিবেশবান্ধব লবণ শিল্পাঞ্চল প্রতিষ্ঠা করবে।

৫.১১ লবণ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন নতুন এলাকা চিহ্নিতকরণ ও সম্প্রসারণ

লবণ উৎপাদন অঞ্চলে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনার ফলে লবণ চাষের জমি দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। দেশে লবণের চাহিদা মিটিয়ে লবণ উৎপাদনের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে গবেষণার মাধ্যমে লবণ চাষের নতুন নতুন এলাকা চিহ্নিত করে লবণ চাষ এলাকা সম্প্রসারণ করার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। এছাড়াও শিল্প মন্ত্রণালয় লবণ চাষ এলাকা ঘোষণাসহ সংরক্ষণের যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

৫.১২ প্রকৃত লবণ চাষীদের নিকট লবণ চাষের জমি বরাদ্দকরণ

লবণ উৎপাদন খরচ হ্রাস করার জন্য প্রকৃত লবণ চাষীদের নিকট লবণ চাষের জমি বরাদ্দের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় এবং জেলা প্রশাসন প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের লবণমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ১৯৯২ অনুযায়ী লবণ চাষের জমি বরাদ্দ প্রদান করবে। এছাড়া ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি লবণ চাষীদের নিকট লীজ/বর্গা প্রদানের ক্ষেত্রে মূল্য নিয়ন্ত্রণের বিষয়েও স্থানীয় প্রশাসন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৫.১৩ লবণ আমদানি বিষয়ে শুল্কহার সমন্বয়

দেশে উৎপাদিত লবণ শিল্প সুরক্ষার্থে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন লবণ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে আলোচনা করে বিভিন্ন ধরনের লবণ আমদানি শুল্কহার সমন্বয়ের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৫.১৪ অপরিশোধিত লবণের মান মাত্রা নির্ধারণ

স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত অপরিশোধিত লবণের গুণগতমান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিসিক ও বিএসটিআই অপরিশোধিত লবণের মান মাত্রা নির্ধারণ করবে।

৫.১৫ জনপ্রতি দৈনিক ভোজ্য লবণ গ্রহণ

ভোজ্য লবণের সঠিক চাহিদা নিরূপণের জন্য জনপ্রতি দৈনিক ভোজ্য লবণ গ্রহণের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর সহায়তায় বিসিক জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

৫.১৬ ঈদ-উল-আযহার সময় চামড়া সংরক্ষণের জন্য লবণ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ

ঈদ-উল-আযহার সময় কোরবানিকৃত পশুর চামড়া পরিবেশসম্মতভাবে যথাযথ প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণের জন্য বিসিক স্থানীয় পর্যায়ের চাহিদা অনুযায়ী নিরবচ্ছিন্নভাবে যৌক্তিক মূল্যে লবণ সরবরাহ নিশ্চিত করবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

৬.০ জাতীয় লবণনীতি বাস্তবায়ন কৌশল

৬.১ লবণের চাহিদা নিরূপণ, লবণনীতি বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটি

নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে 'লবণের চাহিদা নিরূপণ, লবণনীতি বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটি' গঠিত হবে।

০১।	সিনিয়র সচিব/সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সভাপতি
০২।	অতিরিক্ত সচিব (বিসিক), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৩।	পরিচালক (শিল্প উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ বিভাগ), বিসিক	সদস্য
০৪।	প্রতিনিধি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)	সদস্য
০৫।	প্রতিনিধি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (সদস্যের নিম্নে নয়)	সদস্য
০৬।	প্রতিনিধি, কাস্টমস, কাস্টম হাউজ, কুর্মিটোলা, ঢাকা।	সদস্য
০৭।	প্রতিনিধি, বন্ড কমিশনারেট, সেগুনবাগিচা, ঢাকা	সদস্য
০৮।	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ব্যাংক (নির্বাহী পরিচালকের নিম্নে নয়)	সদস্য
০৯।	প্রতিনিধি, খাদ্য মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)	সদস্য
১০।	প্রতিনিধি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)	সদস্য
১১।	প্রতিনিধি, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)	সদস্য
১২।	প্রতিনিধি, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)	সদস্য
১৩।	প্রতিনিধি, ভূমি মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)	সদস্য
১৪।	প্রতিনিধি, কৃষি মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)	সদস্য
১৫।	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (মহাপরিচালকের নিম্নে নয়)	সদস্য
১৬।	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন (সদস্যের নিম্নে নয়)	সদস্য
১৭।	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)	সদস্য
১৮।	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	সদস্য
১৯।	পরিচালক, বাংলাদেশ পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
২০।	পরিচালক (মান), বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউট (বিএসটিআই)	সদস্য
২১।	সভাপতি, এফবিসিসিআই	সদস্য
২২।	মহাব্যবস্থাপক, লবণ/সম্প্রসারণ বিভাগ, বিসিক	সদস্য
২৩।	সভাপতি, লবণ চাষী কল্যাণ সমিতি	সদস্য
২৪।	সভাপতি, বাংলাদেশ লবণ মিল মালিক সমিতি	সদস্য
২৫।	চেয়ারম্যান, বিসিক	সদস্য-সচিব

৬.২ কমিটির কার্যপরিধি:

১। কমিটি বিভিন্ন খাতে ব্যবহৃত লবণের বার্ষিক চাহিদা নিরূপণ করবে;

২। লবণ উৎপাদন মৌসুমের শুরুতেই লবণের বার্ষিক চাহিদা অনুযায়ী লবণ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করবে;

৩। লবণ শিল্পের উদ্ভুত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনে জরুরি সভা আহবান করে তা মোকাবেলার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

৪। ২০২৫ সাল পর্যন্ত লবণের চাহিদা নিরূপণ, লবণনীতি বাস্তবায়ন এবং মনিটরিংয়ের সার্বিক দায়িত্ব পালন করবে; এবং

৫। কমিটি প্রয়োজনে এক বা একাধিক সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে এবং প্রয়োজন হলে এক বা একাধিক উপ-কমিটি/কারিগরি কমিটি গঠন করতে পারবে।

৬.৩ লবণ উপদেষ্টা বোর্ড

লবণ শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে লবণ উপদেষ্টা বোর্ড গঠিত হবে:

০১।	বিভাগীয় কমিশনার, চট্রগ্রাম	সভাপতি
০২।	শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	সদস্য
০৩।	যুগ্মসচিব (অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৪।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	সদস্য
০৫।	খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	সদস্য
০৬।	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	সদস্য
০৭।	ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	সদস্য
০৮।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	সদস্য
০৯।	পরিচালক (শিল্প উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ বিভাগ), বিসিক	সদস্য
১০।	জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম	সদস্য
১১।	জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার	সদস্য
১২।	বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি	সদস্য
১৩।	উপ-মহাব্যবস্থাপক, লবণ শিল্পের উন্নয়ন কার্যালয়, বিসিক, কক্সবাজার	সদস্য
১৪।	ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)-এর প্রতিনিধি	সদস্য
১৫।	চট্রগ্রাম শিল্প ও বণিক সমিতির প্রতিনিধি	সদস্য
১৬।	কক্সবাজার শিল্প ও বণিক সমিতির প্রতিনিধি	সদস্য
১৭।	সভাপতি, বাংলাদেশ লবণ মিল মালিক সমিতি	সদস্য
১৮।	সভাপতি, বাংলাদেশ লবণ চাষী কল্যাণ পরিষদ	সদস্য
১৯।	সভাপতি, চটগ্রাম লবণ উৎপাদনকারী কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি	সদস্য
২০।	আঞ্চলিক পরিচালক, বিসিক, চট্টগ্রাম	সদস্য-সচিব

৬.৪ লবণ উপদেষ্টা বোর্ডের কার্যপরিধি

১. লবণ চাষীদের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের পরামর্শ প্রদান;

২. দেশে লবণ উৎপাদন, সরবরাহ ও মূল্য স্থিতিশীল রাখার বিষয়ে পরামর্শ প্রদান;

৩. লবণ চাষীদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা প্রদান;

৪. লবণ উৎপাদন প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি উন্নয়নের লক্ষ্যে পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা প্রদান;

৫. আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন ও সরবরাহে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা প্রদান;

৬. মাঠ পর্যায়ে উৎপাদিত লবণের গুণগত মান উন্নয়নের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান;

৭. দেশে লবণের অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ প্রদান;

৮. উপদেষ্টা বোর্ডের সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশসহ শিল্প মন্ত্রণালয়ে পেশ করা; এবং

৯. উপদেষ্টা বোর্ড প্রয়োজনে এক বা একাধিক সদস্যকে উপদেষ্টা হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে।

৬.৫ লবণ শিল্পের উন্নয়নে উৎপাদন পর্যায়ে স্থানীয় কমিটি গঠন

লবণ শিল্পের উন্নয়নে লবণ উৎপাদন পর্যায়ে নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে একটি স্থানীয় কমিটি গঠিত হবে:—

০১।	জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার/চট্টগ্রাম	সভাপতি
০২।	পুলিশ সুপার, কক্সবাজার/চট্টগ্রাম	সদস্য
০৩।	সিভিল সার্জন, কক্সবাজার/চট্টগ্রাম	সদস্য
০৪।	বর্ডার গার্ড প্রধান, কক্সবাজার/চট্টগ্রাম	সদস্য
০৫।	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট লবণ উৎপাদন এলাকা)	সদস্য
০৬।	সহকারী মহাব্যবস্থাপক, বিসিক জেলা কার্যালয়, কক্সবাজার/চট্টগ্রাম	সদস্য
০৭।	উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কক্সবাজার/চট্টগ্রাম	সদস্য
০৮।	উপ-পরিচালক, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, কক্সবাজার/চট্টগ্রাম	সদস্য
০৯।	জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা, কক্সবাজার/চট্টগ্রাম	সদস্য
১০।	সভাপতি, বাংলাদেশ লবণ মিল মালিক সমিতি	সদস্য
১১।	সভাপতি, লবণ চাষী কল্যাণ সমিতি	সদস্য
১২।	উপ-মহাব্যবস্থাপক, লবণ শিল্পের উন্নয়ন কার্যালয়, বিসিক, কক্সবাজার/চট্টগ্রাম	সদস্য-সচিব

৬.৬. কমিটির কার্যপরিধি

১। কমিটি লবণ শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে লবণ উৎপাদন, সংরক্ষণ, পরিবহন, মজুদ, বাজারদরসহ সার্বিক বিষয়ে স্থানীয় পর্যায়ে তদারকি ও মনিটরিং করবে;

২। লবণের অবৈধ অনুপ্রবেশ ও চোরাচালান বন্ধের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে;

৩। লবণ উৎপাদন মৌসুমে লবণ চাষীদের আর্থিক সংকট সমাধানে সহযোগিতা করবে;

৪। লবণ চাষী ও লবণ মিলারদের মাঝে সরাসরি সংযোগ স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবে;

৫। লবণ সংক্রান্ত মধ্যস্বত্বভোগীদের সম্পৃক্ততা হ্রাস করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

৬। স্থানীয় কমিটি প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা গ্রহণ করবে;

৭। লবণ শিল্পের উৎকর্ষ সাধন কল্পে শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিকট সুপারিশ প্রদান করবে;

৮। কমিটি প্রতি তিন (০৩) মাস অন্তর সভা করে লবণ শিল্পের উন্নয়নে সার্বিক বিষয় মনিটরিং করবে; এবং

৯। কমিটি প্রয়োজনে এক বা একাধিক সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

৬.৭ লবণ শিল্পের উন্নয়নে 'বাংলাদেশ লবণ মিল মালিক সমিতি'র ভূমিকা

লবণ শিল্পের উন্নয়নে বাংলাদেশ লবণ মিল মালিক সমিতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে। সরাসরি লবণ উৎপাদনকারী চাষীদের নিকট হতে উপযুক্ত মূল্যে লবণ ক্রয়ের মাধ্যমে মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য থেকে লবণ চাষীদের রক্ষা করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। লবণ মিলসমূহে লবণ প্রক্রিয়াজাত করে শিল্প খাতের চাহিদা অনুযায়ী লবণ সরবরাহ অব্যাহত রাখবে। লবণ আমদানি নিরুৎসাহিত করার পাশাপাশি অবৈধ পথে বিদেশী লবণের অনুপ্রবেশ বন্ধে অবদান রাখবে। পরিমিত মাত্রায় গুণগত মান সম্পন্ন আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন ও উপযুক্ত মূল্যে বাজারজাতকরণের মাধ্যমে ভোক্তা পর্যায়ে সরবরাহ নিশ্চিত করবে এবং আয়োডিনযুক্ত লবণ গ্রহণে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারের সাথে একত্রে কাজ করে সুস্থ, সবল ও বুদ্ধিদীপ্ত জাতি গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

৬.৮ লবণ শিল্পের উন্নয়নে 'লবণ চাষী কল্যাণ সমিতি'র ভূমিকা

লবণ শিল্পের উন্নয়নে বাংলাদেশ লবণ চাষী কল্যাণ সমিতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে। পরিবেশবান্ধব উন্নত ও আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে লবণ উৎপাদনে লবণ চাষীদের উদ্বুদ্ধকরণ, গুণগত মানসম্পন্ন সাদা দানাদার লবণ উৎপাদন, উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ, প্রকৃত লবণ চাষীদের নিকট লবণ চাষের জমি বরাদ্দকরণ, লবণ উৎপাদন এলাকা সম্প্রসারণ, সহজ শর্তে লবণ চাষীদের ঋণ প্রদান এবং লবণ চাষীদেরকে মধ্যস্বত্বভোগীদের হাত থেকে রক্ষা করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৬.৯ জরিপের মাধ্যমে লবণ চাষে ব্যবহৃত চিহ্নিত জমির সদ্ব্যবহার ও লবণ চাষীর উন্নয়ন

বিসিক প্রতি বছর জরিপের মাধ্যমে লবণ চাষকৃত জমির পরিমাণ ও লবণ চাষীর সংখ্যা নিরূপণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং লবণ চাষকৃত জমির পরিমাণ ও লবণ চাষীর সংখ্যা সম্পর্কে সরকারকে অবহিত করবে।

৬.১০ লবণ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন নতুন এলাকা চিহ্নিতকরণ এবং লবণ উৎপাদন এলাকা সম্প্রসারণ

দেশে লবণের চাহিদা মিটিয়ে লবণ উৎপাদনের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে বিসিক গবেষণার মাধ্যমে লবণ চাষের নতুন নতুন এলাকা চিহ্নিত করে লবণ চাষ এলাকা সম্প্রসারণ করার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে। উপকূলীয় এলাকার যেসব জমিতে ফসল আবাদ সম্ভব নয়, সেসব জমি লবণ চাষের আওতায় আনার জন্য বিসিক উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

৬.১১ লবণ উৎপাদনের জমি সংরক্ষণ

লবণ উৎপাদন এলাকায় উন্নয়নমূলক কার্যক্রমসহ যে কোন ধরণের অবকাঠামো নির্মাণকে নিরুৎসাহিত করা হবে। লবণ চাষের জমি সংরক্ষণে ভূমি মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয় ও জেলা প্রশাসন চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

৬.১২ পরিবেশবান্ধব পলিথিন ব্যবহারের মাধ্যমে সাদা লবণ উৎপাদন নিশ্চিতকরণ

৬.১২.১ পলিথিন পদ্ধতিতে লবণ চাষের জন্য লবণ চাষীদেরকে স্বল্প মূল্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ পরিবেশবান্ধব/জৈব পচনশীল (Eco-Friendly/Bio-degradable) পলিথিন সরবরাহ করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

৬.১২.২ পরিবেশবান্ধব পলিথিন পদ্ধতিতে লবণ চাষের বিষয়ে বিসিক স্থানীয় জেলা প্রশাসনের সহায়তায় প্রচার-প্রচারণাসহ সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করবে;

৬.১২.৩ সাদা দানাদার পরিপক্ক লবণ উৎপাদনের লক্ষ্যে পরিবেশবান্ধব নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে; এবং

৬.১২.৪ লবণ মৌসুম শেষে ব্যবহৃত পলিথিন বিসিক লবণ কেন্দ্র কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করবে।

৬.১৩ উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নতমানের লবণ উৎপাদন বৃদ্ধি

৬.১৩.১ গুণগত মানের লবণ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে লবণ চাষীদের মধ্যে আধুনিক প্রযুক্তির উদ্ভাবন, প্রযুক্তি পাইলটিং এবং টেকসহ প্রযুক্তি ছড়িয়ে দিতে বিসিক কার্যক্রম গ্রহণ করবে;

৬.১৩.২ শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী লবণ মাঠে লবণ উৎপাদন এবং লবণ মিল পর্যায়ে প্রক্রিয়াজাতকরণে যথাক্রমে বাংলাদেশ লবণ চাষী কল্যাণ সমিতি এবং বাংলাদেশ লবণ মিল মালিক সমিতি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে; এবং

৬.১৩.৩ লবণের প্রযুক্তিগত ও গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিসিক গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

৬.১৪ লবণ চাষীদের ঋণ সহায়তা প্রদান

৬.১৪.১ বিসিক প্রান্তিক লবণ চাষী, বর্গা লবণ চাষী ও লবণ মিল মালিকদের সহজ শর্তে এবং প্রয়োজনে মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি'র মাধ্যমে ঋণ সহায়তার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং তফসিলি ব্যাংকসমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে;

৬.১৪.২ বিসিকের নিজস্ব তহবিল (বিনিত), লবণ চাষীদের বিশেষ ঋণ কর্মসূচি এবং ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও কুটির শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমসিআইএফ)-এর মাধ্যমে বিসিক লবণ চাষীদের ঋণ সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখবে; এবং

৬.১৪.৩ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত 'কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা' এবং এতদ্‌সংক্রান্ত জারিকৃত সার্কুলারে বর্ণিত ঋণ নিয়মাচার অনুযায়ী লবণ চাষীরা তফসিলি ব্যাংকসমূহ হতে ঋণ গ্রহণ করতে পারবে।

৬.১৫ লবণ মিলের নিবন্ধন প্রদান

শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) লবণ মিলের নিবন্ধন প্রদান করবে। লবণ প্রক্রিয়াজাত মিলগুলোকে আব্যশ্যিকভাবে বিসিকের নিবন্ধন গ্রহণ করতে হবে। তবে, শিল্প লবণ উৎপাদনকারী কারখানা প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)-এর নিবন্ধন গ্রহণ করবে।

৬.১৬ ভূমি মন্ত্রণালয় ও জেলা প্রশাসন কর্তৃক লবণ চাষের জমি লিজ প্রদান

৬.১৬.১ উপকূলীয় এলাকায় লবণ উৎপাদনের জন্য বিসিক কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত ভূমি মন্ত্রণালয় ও জেলা প্রশাসন বিসিকের অনুকূলে লবণ চাষের উপযোগী সরকারি খাস জমি 'লবণ মহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ১৯৯২' অনুযায়ী লিজ প্রদানে অগ্রাধিকার প্রদান করবে;

৬.১৬.২ ভূমি মন্ত্রণালয় ও জেলা প্রশাসন কর্তৃক লবণ চাষের জমি লবণ চাষীগণের অনুকূলে স্বল্পমূল্যে সহজ শর্তে লিজ প্রদানের ক্ষেত্রে বিসিকের যাচাই-বাছাইক্রমে তালিকাভুক্ত প্রকৃত লবণ চাষীদের অগ্রাধিকার প্রদান করবে।

৬.১৭ আয়োডিনযুক্ত ভোজ্য লবণ ব্যবহারে জনসচেতনতা তৈরী

'আয়োডিনযুক্ত লবণ আইন-২০২১' অনুযায়ী গঠিত জাতীয় লবণ কমিটির নির্দেশনায় বিসিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলোর সহায়তায় আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহারে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

৬.১৮ লবণ আমদানি

৬.১৮.১ অত্যাবশ্যকীয় ক্ষেত্র ব্যতীত ক্রুড লবণ আমদানির অনুমতি দেয়া যাবে না। সকল প্রকার লবণ আমদানির ক্ষেত্রে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ প্রয়োজন হবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী লবণ উৎপাদন না হলে লবণ আমদানির বিষয়ে জাতীয় লবণনীতিতে বর্ণিত 'লবণের চাহিদা নিরূপণ, লবণনীতি বাস্তবায়ন এবং মনিটরিং' কমিটি'র সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে;

৬.১৮.২ শিল্পখাতে ব্যবহার উপযোগী লবণ আমদানির বিষয়েও 'লবণের চাহিদা নিরূপণ, লবণনীতি বাস্তবায়ন এবং মনিটরিং' কমিটি সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সুপারিশ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে;

৬.১৮.৩ ক্রুড লবণ আমদানির প্রয়োজনে অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে বিসিক নিবন্ধিত সকল চালু লবণ মিল লবণ আমদানির অনুমতি প্রাপ্য হবে। এ ক্ষেত্রে বিসিক হতে প্রেরিত লবণ মিলের তালিকা অনুযায়ী শিল্প মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের ভিত্তিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় লবণ আমদানির অনুমতি প্রদান করবে;

৬.১৮.৪ Customs Act, 1969 (Act IV of 1969) এর First Schedule এর চ্যাপ্টার ২৮ ও ২৯ এর আওতাভুক্ত শিল্প লবণ Sodium Sulphate, Di- Sodium Sulphate, Sodium Chloride আমদানির ক্ষেত্রে কেবল শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে প্রকৃত ব্যবহারকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান, শিল্প মন্ত্রণালয় প্রদত্ত প্রাপ্যতা সীমা/আমদানি স্বত্ত্ব অনুসারে প্রয়োজনীয় পরিমাণ শিল্প লবণ আমদানি করতে পারবে; এবং

৬.১৮.৫ স্থানীয় রাসায়নিক দ্রব্য (কস্টিক সোডা, ক্লোরিন ইত্যাদি) উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল অপরিশোধিত/বোল্ডার লবণ (ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের অনুপাত ২:১) স্থানীয়ভাবে উৎপাদন হয় না। ফলে বিদেশে উৎপাদিত লবণ এক স্তর মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে ২:১ অনুপাতে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম ঠিক করে রাসায়নিক দ্রব্যের কাঁচামাল হিসেবে আমদানি করা হয়। স্থানীয়ভাবে যে সকল লবণ পরিশোধনকারী শিল্পে অপরিশোধিত/বোল্ডারকে পরিশোধনের মাধ্যমে ২:১ অনুপাতে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম নির্ধারণের নিমিত্ত প্লান্ট থাকবে সেসকল প্লান্ট শিল্প ইমপোর্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (আইআরসি)/বেজার ইমপোর্ট পারমিশন (আইপি) থাকা সাপেক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অনুমতিক্রমে অপরিশোধিত/বোল্ডার লবণ আমদানি করতে পারবে;

৬.১৮.৬ সকল প্রকার লবণ আমদানির ক্ষেত্রে তরল বাল্ক হিসেবে আমদানির জন্য সুপারিশ করা যাবে।

৬.১৯ লবণ উৎপাদন তথ্য সংগ্রহ ও সরকারকে অবহিতকরণ

৬.১৯.১ বিসিক লবণ চাষীদের নিকট হতে নিবিড়ভাবে লবণ উৎপাদনের তথ্য সংগ্রহ করবে। সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের সমন্বয়ে একটি ওয়েব-বেইজড্ লবণ তথ্য ভান্ডার (Salt Database) তৈরী করতে হবে।

৬.১৯.২ বিসিক লবণ উৎপাদনের তথ্যাবলি নিয়মিতভাবে জেলা প্রশাসন, কক্সবাজার/চট্টগ্রাম এবং শিল্প মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে।

৬.২০ লবণ শিল্প জরিপ পরিচালনা

৬.২০.১ দেশে জনপ্রতি দৈনিক লবণ গ্রহণের পরিমাণ বিষয়ক একটি খানা জরিপ পরিচালনা করা হবে;

৬.২০.২ দেশের সকল শিল্পখাতে লবণের প্রকৃত চাহিদা ও ব্যবহার বিষয়ক একটি জরিপ পরিচালনা করা হবে।

৭.০ নীতিমালা পরিবর্তন/সংশোধন

সরকার প্রয়োজনে যে কোন সময়ে এ নীতিমালার পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও বিয়োজন করতে পারবে।

৮.০ নীতিমালা পরিবর্তন/সংশোধন

এ নীতিমালা কার্যকর হওয়ার অব্যবহিত পর 'জাতীয় লবণনীতি, ২০১৬' রদ ও রহিত হবে। তবে 'জাতীয় লবণনীতি, ২০১৬'-এর আওতায় গৃহীত সকল কার্যক্রম 'জাতীয় লবণনীতি, ২০২২-এর আওতায় গৃহীত হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোস্তাক আহমেদ
উপসচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd.